দৈনিক যুগশঙ্খ 23/8/15

এনআরসি নিয়ে হাজেলা-জনগোষ্ঠীয় মঞ্চের বৈঠক

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন, গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট ঃ নাগরিকপঞ্জীতে কিছু কিছু নামের পাশে 'ও আই' (ওরিজিন্যাল ইনহ্যাবিট্যান্ট) বসানো নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন তীব্র বিতর্ক, সরকার বারংবার বিবৃতি জারি করে জনগণকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন বিষয়টি নিয়ে প্রতীক হাজেলার সঙ্গে দেখা করলেন দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল। মঞ্চের কার্যকরী সভাপতি ইসলামুল হক মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা 'ও আই', 'ডি ভি' (সন্দেহভাজন ভোটার) ও 'ডি এফ' (স্বীকৃত বিদেশি) নিয়ে হাজেলার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। ভূমিপুত্রদের নামের পাশে 'ও আই' বসানো হলেও স্বীকৃত দেশী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বাদ পড়ছেন। এসব বৈষম্যের কথা জানিয়ে হাজেলাকে জবাবদিহি করেছেন দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চের সদস্যরা। শুদ্ধ নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় এসব ত্রুটি থাকলে আগামী দিনে ব্যাপক সমস্যা হবে। ব্যাহত হবে দেশী জনগোষ্ঠীয় লোকেদের সাংবিধানিক অধিকার। তাই হাজেলাকে সবদিক বিবেচনা করে ত্রুটিমুক্ত নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করার দাবি জানিয়েছেন তারা। প্রতিনিধি দলের সব কথা শুনে হাজেলাও তাদের নির্ভুল নাগরিকপঞ্জীর আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রতিনিধি দলে ছিলেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ড. কিব্রিয়া সিদ্দিকিও।

এনআরসি নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাহায্য নেয়নি অসম সরকার ঃ ভাগপ

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন, গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট ঃ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)তে ত্রিপুরা রাজ্যের ২ লক্ষ ৭০ হাজার বাঙালির নাম ষড়যন্ত্র করে বঞ্চিত করার অভিযোগ করেছে ভারতীয় গণ পরিষদ (ভাগপ)।

উল্লেখ্য, অসম সরকার ত্রিপুরার বাসিন্দাদের হয়ে ত্রিপুরা সরকারের কাছে কোনও ধরনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই করেনি যার দরুন অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা যারা অসমে আছেন তাদের দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। অথচ রাজ্য সরকার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহায়তা পায়নি বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এখন ভাগপ'র উদ্যোগে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য নেওয়া হবে যাতে নাগরিকপঞ্জি নবায়নে বাঙালিরা চক্রান্তের শিকার না হয়।

গত ১৯ আগস্ট আগরতলায় ত্রিপুরার ডেপুটি স্পিকার পবিত্র করের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে ভারতীয় গণ পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল। ভাগপ দলের উপসভাপতি অন্তোষ চৌধুরীর সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আলোচনা করেন ডেপুটি স্পিকার পবিত্র কর। আলোচনায় সত্য বেরিয়ে আসে।

ডেপুটি স্পিকার পবিত্র কর বলেন, অসম সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই করা হয়নি। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েও পরিস্কার করেছে।

ভাগপ কার্যালয়ে সমবার অনুষ্ঠিত এক সভায় এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দলের নেতা সুধেন্দুমোহন তালুকদার এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের স্পষ্টীকরণ চাইবেন। এক বিবৃতিতে দলের প্রচার সচিব বীরেন বসাক একথা জানান।

দৈনিক যুগশঙ্খ 23/8